দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 01 OCT 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

বরগুনার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

স্লিপ ও ক্ষুদ্র মেরামতের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

বরগুনা প্রতিনিধি ●

বরগুনা জেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্লিপ ও ক্ষুদ্র মেরামতের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ পাওয়া গেছে। সদর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের তথ্য মতে, সদরে ২১৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটিতে স্লিপের ৪০ হাজার টাকা করে মোট ৮৬ লাখ ৪০ হাজার টাকা ও ক্ষুদ্র মেরামত বাবদ ১ লাখ টাকা করে ৩২টি বিদ্যালয়ের ৩২ লাখ টাকাসহ মোট ১ কোটি ১৮ লাখ ৪০ হাজার টাকা; বেতাগী উপজেলার ১২৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১২৩টির স্লিপের ৪০ হাজার টাকা করে এবং ১২টির ক্ষুদ্র মেরামতের ১ লাখ টাকাসহ মোট ৬১ লাখ ২০ হাজার টাকা; আমতলী উপজেলার ১৪২টি বিদ্যালয়ে স্লিপের ৪০ হাজার টাকা করে এবং ক্ষুদ্র মেরামতের জন্য ১৬টি বিদ্যালয়ে ১ লাখ টাকা করে মোট ৭২ লাখ ৮০ টাকা সরকারি খাত থেকে বরাদ্দ দেওয়া হয়। বরাদ্দের সিংহভাগ টাকাই লুটপাট হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। সরেজমিন পরিদর্শন করে হাতেগোনা কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্তোষজনক কাজ করার সত্যতা পাওয়া যায়। এ ছাড়া বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নামমাত্র কাজ করা হয়।

সদর উপজেলার ১০৪ নং উত্তর লাকুরতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪০ হাজার টাকা স্লিপের বরাদ্দ হলেও বিষয়টি জানেন না প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সদস্যরা। তাদের অভিযোগ, বিগত কয়েক বছর ধরে বিদ্যালয়ের বরাদ্দকৃত সকল অর্থই সভাপতি ও প্রধান শিক্ষক যোগসাজশে আত্মসাৎ করেছেন। এ বিষয়ে বিদ্যালেয়ের এসএমসির সভাপতি মো. শাহ আজিজের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে তার কোনো কিছু বলার নেই। আপনারা যা পারেন লিখেন।

৪৮নং আয়লা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্লিপ ও ক্ষুদ্র মেরামতের বরাদ্দকৃত অর্থ আত্মসাতেরও অভিযোগ পাওয়া গেছে। ৩৯নং পশুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্লিপের টাকার কাজের কোনো অগ্রগতি নেই। ৮৫নং নিমতলী মাইঠা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্লিপ ও ক্ষুদ্র মেরামতের বরাদ্দের তেমন কোনো কাজ হয়নি। প্রধান শিক্ষক আবু জাফরের কাছ থেকে সভাপতি মমিনুল ইসলাম মাসুদ ২০ হাজার টাকা নেন। কিন্তু এখনো সেই টাকার হদিস পাওয়া যায়নি। এলাকাবাসীর অভিযোগ, সভাপতি স্থানীয় প্রভাবশালী হওয়ায় তিনি ও প্রধান শিক্ষক মিলে কাজ না করেই বরাদ্দের টাকা আত্মসাৎ করেছেন। অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি বাবুল আক্তার কনু বলেন, আপনারা যা খুশি লিখেন। লিখলে কিছু হয় না। ৭২নং খাকবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্লিপ ও ক্ষুদ্র মেরামতের বরাদ্দকৃত টাকার মধ্যে স্লিপের বরাদ্দের কিছু কাজ হলেও ক্ষুদ্র মেরামতে পুরো টাকাই আত্মসাতের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

বেতাগী উপজেলার পূর্ব বকুলতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্লিপ ও ক্ষুদ্র মেরামতের জন্য বরাদ্দকৃত ১ লাখ ৪০ হাজার টাকার বিপরীতে নামমাত্র কাজ করা হয়েছে। একই উপজেলার ৬৬নং উত্তর বেতমোর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্লিপের বরাদ্দকৃত টাকা সভাপতি মিজানুর রহমান বাদল ও প্রধান শিক্ষিকা (ভারপ্রাপ্ত) আফরোজা আক্তার কনা পুরো টাকাই আত্মসাৎ করেছেন বলে অভিযোগ ওঠেছে। ইতিপূর্বে রাতের আঁধারে স্কুলের বেঞ্চ চুরি করার সময় স্থানীয়দের হাতেনাতে ধরা পড়ায় জেল ও জরিমানা হয় সভাপতির। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. মিজানুর জানান, প্ল্যান মতোই কাজ করা হয়েছে।

এ সব বিষয়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবদুল মজিদ বলেন, লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্তসাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।